যুগান্তর

MAY 20 2002

ব্যতিক্রমী পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে 'জিপসী' সদস্যরা

বাকৃবি ক্যাম্পাসে অন্যরকম পাঠশালা

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল

সূর্যের তেজী ভাবটা মলিন হয়ে আসা প্রত্যেকটি পরিশ্রান্ত বিকালেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারজুড়ে বসে দরিদ্র শিশু-কিশোরের প্রাণবন্ত মেলা। এ যেন শেষ বিকালের উদ্ভাসিত এক আলোর মিছিল। ওই এলাকায় গিয়ে যে কেউই থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার মতোই ঘটনা। তাক লাগানো এই কর্মে সবকিছুই যেন ছাড়িয়ে গেছে বাকৃবিতে পড়ুয়া উদ্যমী কিছু তরুণ-তরুণী, আর এই অসাধারণ উদ্যোগটির রূপকার 'জিপসী' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিখিত এক বহিমিয়ান সংগঠন।

ভাগ্য যাদের দিয়েছে গরিব উপাধি, শিক্ষা যাদের কাছে 'সোনার হরিণ' কিছু আত্মপ্রত্যয়ী তরুণ-তরুণীর কল্যাণে তারাই ছুঁয়ে দেখতে পারছে শিক্ষা নামক সোনার হরিণটিকে।

বিকাল হলেই শহীদ মিনার থেকে অবুঝ শিশুদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় জাতীয় সঙ্গীতের ধ্বনি। শোনা যায়– 'অ– অজগরটি আসছে তেড়ে, আ– আমটি আমি খাব পেড়ে।' শিশু-কিশোরদের অবিরাম মাতম ক্যাম্পাসবাসীকে নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৯-২০০২ শিক্ষা সালের দ্বিতীয় পর্বের ১৫ তারুণ্য আকাশচুম্বী স্বপ্ন নিয়ে 'জিপসী' নামক এক সংগঠনের মোড়কে দু'মাস আগে ক্যাম্পাসের ১১ জন ভবঘুরে শিশু-কিশোরের হাতে তুলে দিয়েছিল বই, খাতা, কলম, প্রথম প্রথম তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাদের কাছ থেকে গান শোনা হতো এবং বিভিন্ন ধরনের গান তাদের শুনিয়ে হৃদ্যতা গড়ে তোলা হতো। শিশুদের হাতে পড়া শেষ দেয়া হতো চকলেটের প্যাকেট, সময়ের স্রোত ধারায়-জিপসীর ব্যতিক্রমী পাঠশালা এখন অনেক ব্যাপক, দু'মাসের ব্যবধানে ক্যাম্পাসের আশপাশের এলাকায় এই ব্যতিক্রম উদ্যোগের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে অল্প ক'দিনেই এর ছাত্র সংখ্যা দু'শ ছাড়িয়ে যায়, বর্তমানে এত ছাত্রকে একসঙ্গে পাঠদান করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ১৫ তরুণের। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পৃথকভাবে বিভিন্ন স্টাইলে শিক্ষাদান চলছে, কেউ কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে আবার কারোর স্কুলের সঙ্গে কোন যোগাযোগই নেই। কেউ বিভিন্ন আবাসিক হলের ডাইনিং বয়, কেউ রিকশাচালক, কেউ ব্রহ্মপুত্র নদের শিশুমাঝি। অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকেরই অর্থাভাবে জ্ঞান প্রদীপ জ্বলে ওঠেনি এতদিন। পড়াশোনা করতে ভালই লাগছে তাদের জানা গেল শিশু-কিশোরদের সঙ্গে কথা বলে। সবকিছু ভালভাবে চললেও নিষ্পাপ নীলাভ খোলা আকাশজুড়ে একটু কালো মেঘের আস্তরণ পড়লেই বুক দফ দফ করে ওঠে জিপসী সদস্যদের। বৃষ্টি নামলেই বুঝি আজকের দিনটি ফিকে হয়ে গেল। হয়তোবা ভেঙে যাবে এক বুক আশা নিয়ে শহীদ মিনার পাদদেশে জ্ঞান অন্বেষণে ছুটে আসা শিক্ষা পিপাসী অবুঝ-শিশুদের স্বপ্নের দেয়াল। জিপসীর সদস্য সুমন, ইথা, সৈকত, সঞ্জীব, সোনিয়া, সুমি, হ্যাপি, মীম, অর্ক, রিগ্যান, আসমা, আতিয়া, সাজিদ, সোয়ানও তাবরীজ এক সুরেই যুগান্তরকে বললেন, প্রতিদিন আমাদের নিজস্ব একাডেমিক ক্লাস শেষে বিকালে একঘেয়েমি ক্লান্তি দূর করে কোমলমতি এই শিশু কিশোররা, খুব ইনজয় করছি এই ব্যতিক্রমী স্বেচ্ছাসেবী কাজে। সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে যখন দর্শনার্থীরা এসে প্রতিদিন আমাদের বাহবা দিয়ে যায়, হয়তোবা দর্শনার্থীদের উৎসাহেই আমাদের কর্মস্পৃহা ক্রমশই বেড়ে চলছে। এই পাঠশালার প্রধান সমন্বয়ক সুমন বলেন, দু'মাস হয়ে গেলেও আমরা কৃষি ভার্সিটি রোটারাক্ট ক্লাব ছাড়া আর কারোরই তেমন সাড়া পাইনি। রোটারাক্ট ক্লাব সম্প্রতি আমাদের পাঠশালার শিশু-কিশোরদের জন্য খাতা-কলম উপহার দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অচিরেই উচিৎ এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী কাজে আমাদের পূর্ণ সহায়তা প্রদান করা। তিনি বলেন, সর্বমহলের সহায়তা পেলে এই কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জ্ঞান প্রদীপ জ্বালিয়ে অবও অনেক পথ পাড়ি দিতে জিপসী সদস্যরা সদা প্রস্তুত।